আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা- জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান

শিক্ষিত হয়ে কোন যুবককে আত্মহত্যা করতে হবেনা প্রতিটি মানুষের জন্য কর্মস্থান সৃষ্টি করা হবে। আমরা ক্ষমতায় গেলে কাউকে বেকার থাকতে দেবনা প্রতিটি যুবকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিনত করা হবে। ঝিনাইদহের জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সভায় এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন বিগত জালিম সরকারের সময় যারা সিন্ডিকেট করেছিলো তারা এখনও এসব করছে এ সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়নি। তাই এ সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। আর তারা জাতির ঘাড়ে এখনও বসে আছে। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে দেশের মানুষ আরও নির্যাতিত হবে। তাই সিন্ডিকেট ভেঙে বৈষম্যহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) বিকালে ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাই স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন, ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি বিগত সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে ধরে বলেন, সকলকে দেশে ফিরিয়ে এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী দিনে জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে নারীদের সবোর্চ্চ সম্মানের সাথে সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে বলেও আশ্বাস দেন।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে নারী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো নাগরিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। যেখানে সবাই মিলেমিশে সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিংসামুক্ত সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, যারা একদিন গর্বকরে বলতেন এ দেশে জালিম কাউকে থাকতে দেওয়া হবেনা। দেশ থেকে জালিমদের বিতাড়িত করতে হবে। অথচ আজ তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বিদেশে বন্ধু থাকবে কিন্তু কোনো প্রভুত্ববাদ মেনে নেওয়া হবে না। কেউ যদি প্রভুত্ব করতে আসে তাহলে জাতি তাদের উচিত জবাব দেবে।

জামায়াতের আমীর আরও বলেন, এমন একটি সমাজ গড়া হবে যেখানে আদালত

একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না –মুফতী ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ ফয়জুল করিম বলেছেন, ৫৩ বছর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে গুলিবিদ্ধ হয়। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা চাকরি পাবে, আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা চাকরি পাবে না। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা না খেয়ে থাকবে, চিকিৎসা করাতে পারবে না। তা হবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না। আমরা সকল বৈষম্য দুর করতে চাই। স্বাধীনতার পরে সকল দল সরকারে ছিল কিন্তু বৈষম্য দুর হয়নি। এদেশে যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তাদের থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অনেক বৈষম্য। ব্যাংকগুলি ধনিকে ধনি করছে আর গরিবকে আরও গরিব করছে। গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক সিস্টেম পাল্টাতে হবে। শুধু নেতা পাল্টালে হবে না নীতিও পাল্টাতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি চালু হলে এই দেশে কেউ গরিব থাকবে না।

তিনি বলেন, দেশের সকল সম্পত্তি কয়েকটি পরিবারের হাতে বন্দি। মাত্র ৫টি পরিবার কয়েক লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। দেশে পিআর নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলে সকল দল সংসদে যাওয়ার সময় পাবে। সংসদে কথা বলার সুযোগ পাবে তাহলে এমনিতেই ৮০ শতাংশ দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দুর করতে প্রয়োজন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আপনারা ইসলামী আন্দোলনের হাতকে শক্তিশালী করুন। ৫শ টাকায় ভোট বিক্রি না করে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসুন তাহলে গরিবের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, দেশ উন্নত হবে। তিনি ইসলামী আন্দোলনে সকল সচেতন নাগরিককে দাওয়াত দেন।

আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্ত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা

বলেন। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা চালানো, বিদেশে টাকা পাচারসহ চরমোনাই পীর ঘোষিত ৭ দফা দাবিতে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা শাখার সভাপতি ডা: এইচ. এম. মোমতাজুল করীম এবং সভা পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা সাধারণ সম্পাদক মাও: সিহাব উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শোয়াইব হোসেন, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ’র খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী আব্দুল জলিল। সমাবেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে পাকা ধান পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বকসিপুর মাঠে আড়াই বিঘা জমির পাকা ধানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার শেষ রাতের কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, সদর উপজেলার বকসিপুর গ্রামের আহমেদ হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দীনের বাড়ির পাশে মাঠের মধ্যে পাকা ধান বেঁধে জাউলি দিয়ে রাখে। গভীর রাতে কে বা কারা মাঠের মধ্যে বেঁধে রাখা স্তুপ করা আড়াই বিঘা জমির ধানে আগুন দেয়। এতে আগুনে পুড়ে যায় সকল পাকা ধান।

কৃষক নাসির উদ্দীন জানান, পাকা ধান বেঁধে মাঠের মধ্যে জাউলি দিয়ে স্তুপ করে রাখা ছিল। রাতে দুর্বৃৃত্তরা ধানে আগুন জ্বালিয়ে তার সব ধান পুড়িয়ে দেয়। এতে করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় কৃষক নাসির উদ্দীন হতাশা ব্যক্ত করেন। এলাকার কৃষকরাও ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানা (ওসি) অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন এঘটনা আমার জানা নেই। ভুক্তভোগীরা যদি অভিযোগ দেয় তাহলে আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নিবো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঝিনাইদহের অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)’র উদ্যোগে শহরের সৃজনী মোড়, পবহাটিতে, এই অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)’র অনুপ্রেরণায় গঠিত ‘এসিজি’ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ভিত্তিক একটি নাগরিক প্লাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকের সহযোগিতায় ‘এসিজি’ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ এর সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সনাক এর স্বাস্থ্য উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক অধ্যক্ষ এন. এম. শাহজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিজি সমন্বয়ক মোঃ মুবিনুল ইসলাম। এলাকাবাসীরা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন ও সমস্যাসমূহ সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ঝিনাইদহ, ইয়েস, ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসিজি সদস্য আবু জাহান খান (লিমন)।

শৈলকুপায় বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি থেকেও রক্ষা পাচ্ছে না নিজ দলের কর্মীরা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে ওই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি কর্মীরা। তার সামাজিক দলে না আসায় দেওয়া হচ্ছে হুমকি করা হচ্ছে জমি দখল ও মারধর, নেওয়া হচ্ছে চাঁদা। গত দুই সপ্তাহ ধরে ওই ইউনিয়নের হরিহরা, নাগপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এলাকায় নিরব চাঁদাবাজি শুরু করেছে। এলাকায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিভিন্ন গ্রামের বিএনপির নেতাকর্মীদের দলে ভেড়াতে জোর করছে। কেউ তার কথায় রাজি না হলে নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।

ভুক্তভোগী নাগপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। এর আগে নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের এজেন্ট হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছি। মাসের পর মাস বাড়ি ছাড়া ছিলাম। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভেবেছিলাম এখন মনে হয় সুদিন ফিরবে। কিন্তু এখন যেন তার থেকে অত্যাচার বেশি হচ্ছে। হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এখন আমাদের উপর অত্যাচার করছে। জাকির হোসেন ও তার সহযোগী সিদ্দিক মেম্বর আমার বাড়ি ঘিরে দিয়েছে। আমার মাঠের ফসলাদি লাগাতে দেয়নি। আমরা দুইটা ভাই মাঠে ধান লাগাতে পারিনি। এখন আমার বসবাস করা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হরিহরা গ্রামের ভুক্তভোগী রাজু আহম্মেদ বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর জাকির আমাকে বলল তার দলে যেতে হবে। আমি জাকিরকে বললাম আমি ওসব ঝামেলার মধ্যে থাকতে চাইনা। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে বলে আমার দলে যেতেই হবে। আমি না যাওয়ায় পরের দিন তার ভাতিজা চয়ন, জহুরুলসহ তিনচার জন আমাকে মারধর করেছে। আমি ৪/৫ দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি আছি কিন্তু পলাতক ভাবে। গ্রামে খুব একটা বের হতে পারছি না।

খুব চাপে আছি।

একই গ্রামের নওয়াব আলী বিশ্বাস বলেন, কয়েকদিন আগে হরিহরা গ্রামের জনাব আলী আমাকে বলেন, আমি নাকি তার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। এর কয়েকদিন পর জাকির আমাকে ডেকে শালিস করে ২২ হাজার টাকা দিতে জোর করে। আমি উপায় না পেয়ে তার ২২ হাজার টাকা দিয়ে আসি। তবে আমি কিন্তু কোনদিন জনাব আলীর কাছ থেকে টাকা নিই নি। আমাকের চাঁদাস্বরূপ টাকা দিতে হলো।

আব্দুল্লাহ নামের এক কৃষক জানায়, আমার কাছ থেকেও জোর করে ২৮ হাজার টাকা নিয়েছে। আমি নাকি একজনের কাছে টাকা দেনাধারী সেই কথা বলে শালিসে ডেকে নিচ্ছে। যখন প্রমাণ চাচ্ছি তখন বলছে ওসব কিছু না চাঁদা দিতে হবে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই গ্রামের এক বিএনপি নেতা বলেন, জাকির হোসেন এলাকায় চাঁদাবাজি করছে। একেক পাড়ায় একেকজন লোককে পাঠিয়ে তাদের কাছে টাকা পাবে বলে হুমকি দিচ্ছে। পরে জাকির তাদের ডেকে জোর করেই সেই টাকা আদায় করছে।

অভিযুক্ত জাকির হোসেন বলেন, চাঁদাবাজির কোন ঘটনা ঘটেনি। যারা টাকা দিয়েছে তারা ৭/৮ বছর আগে ওই টাকা নিয়েছিলো। সেই টাকায় শালিস করে ফেরত নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির গঠন করা ‘চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দখলদারি, গাছকাটা জমিদখলসহ যেকোন অন্যায় বিরোধী’ কমিটির সদস্য রাকিবুল হাসান খান দিপু বলেন, জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে আমরাও এমন অভিযোগ পেয়েছি। ২/১ দিনের মধ্যেই বিষয়টি তদন্ত করে প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

পালিত

“স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার হাত সর্বদা গুরুত্বপূর্ন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ঝিনাইদহে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে এই হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এরপর শহরের চাকলা পাড়ায় অবস্থিত ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম.খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আকমল হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা সমাজ সেবা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ মমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মীর আল আমীন, ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাসুদুর রহমান।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলামসহ ঝিনাইদহ বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটি গঠন

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইবনে সাউদ বিন মমতাজ (হালিম) ও সদস্য সচিব মো জাহিদুল ইসলাম। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন সরদার স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানান দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোহাগ ভুইয়া।

কমিটির অন্যান্য যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, শামীম রেজা (আহাদ), সোহেল আরমান, আলমগীর হোসেন, মোঃ ইউসুফ আলী আলিম, জাহিদুল ইসলাম সজল, সাইদুর রহমান, সাফিয়ার রহমান, মো: আনোয়ার হোসেন, জুইচ উজ্জ্বমান, মো: সাদিকুল ইসলাম, সদস্য মোঃ রুবেল মিয়া, শেখ আরাফাত হোসেন, মো: তোফাজ্জল হোসেন, মো: ফরহাদ হোসেন, মো: সাইফুল ইসলাম, এ এইচ এম কারুজ্জামান, মো: শাওন হোসেন ও মো: আরিফুর রহমান। চিঠিতে আরো বলা হয় আগামী ৯০ দিন অথ্যাৎ ৩ মাসের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করার।

নেতারা বলেন, আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে মাঠে কাজ করেছে ও ভবিষ্যতে কাজ করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলে একমাত্র তাদেরই স্থান হবে ।

ঝিনাইদহে নারায়ণগঞ্জ কারগারের জেলার মামুনুর রশিদের কোটি

কোটি টাকার সম্পদ!

নারায়ণগঞ্জের জেলা কারাগারের জেলার মামুনুর রশিদ ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস, ভুটিয়ারগাতি, হাটগোপালপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্রয় করেছেন। কোথাও নিজ নামে আবার কোথায় স্বজনদের নামে এই জমি কিনেছেন। এছাড়াও সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে দুই তলা বাড়ীসহ প্রায় আড়াই কোটি টাকার জমি কিনতে বায়নাও করেছেন তিনি।

আরও অভিযোগ রয়েছে শুধু ঝিনাইদহে না, যশোর ও ফরিদপুরেও তার নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। জেলার হয়ে কিভাবে এত সম্পত্তির মালিক হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মানুষের মাঝে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ফরিদপুর জেলায় বাড়ি মামুনুর রশিদের। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের জেলা কারাগারের জেলার হিসেবে কর্মরত আছেন। এর আগে ঝিনাইদহ, যশোর, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন।
অভিযোগ রয়েছে, জেলার মামুনুর রশিদ যে জেলায় কর্মরত ছিলেন সেখানেই দুর্নীতি করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন। আর সেই জেলাতেই কিনেছেন নামে বেনামে সম্পত্তি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তার এক স্বজন জানান, ঝিনাইদহ ২০১২ সালে ডেপুটি জেলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় সদর উপজেলার বাকড়ি গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দুর্লভ নামের এক দালালের সাথে পরিচয় হয় তার। সেই দুর্লভের মাধ্যমে ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস, ভুটিয়ারগাতি, হাটগোপালপুরে কয়েক কোটি টাকার জমি ক্রয় করেছেন। সম্প্রতি সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারের ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেনের ১২ শতক জমি, মার্কেটসহ ২ তলা বাড়ী ক্রয় করার জন্য বায়না দিয়েছেন। যার আনুমানিক মূল্যে আড়াই কোটি টাকা। এছাড়াও যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লায় ও তার নামে বেনামে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে।

তিনি আরও জানান, জেলার মামুনুর রশিদ তার অবৈধ সম্পত্তি জমা রেখেছেন ঝিনাইদহের দেলোয়ার হোসেন দুর্লভের কাছে। কোটি কোটি টাকা রেখে সেই টাকা দিয়ে বেনামে সম্পদ কিনছেন মামুনুর রশিদ। তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রভাব খাটিয়ে নানা অপকর্মও করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সচেতন মহল বলছেন, একজন জেলারের এত টাকার সম্পদ কিভাবে হলো। তার

আয়ের উৎস কী তা খুজে বের করতে হবে।

এ ব্যাপারে জেলার মামুনুর রশিদকে একাধিক বার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

তবে তার সহযোগী দেলোয়ার হোসেন দুর্লভ বলেন, ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আসামী দেখতে গিয়ে উনার সাথে আমার পরিচয় হয়। সেই থেকে ভালো সম্পর্ক। তার ঝিনাইদহ শহরের হামদহ বাইপাসে একটি জমি কেনা আছে। আরও কয়েকটি জমি কিনবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্য কোথাও আছে কি না তা আমি জানি না।

ঝিনাইদহে মামলায় হেরে অন্যের জমি জোরপূর্বক দখল করলেন বিএনপি নেত্রী আঞ্জু

বিক্রি করা জমি নিয়ে ৩৭ বছর ধরে মামলা চালিয়েছেন। স্বত্ব না থাকায় নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত হেরেও গেছেন। তারপরও পিছু ছাড়ছেন না বিএনপি নেত্রী ও ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জু। আদালতের রায় উপেক্ষা করে পরের জমিতে তুলছেন স্থাপনা। এক্ষেত্রে তিনি পুলিশ ও আদালতের কোন বিধি নিষেধ মানছেন না। জমি দখলের এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ শহরের ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজায় এইচ, এস, এস সড়কের দক্ষিন পাশে ৯৮/১ খতিয়ানের সাবেক ১০৪ এবং হাল ১৭৬০ ও ১৭৬১ নং দাগে। ঝিনাইদহ সদর থানায় লিখিত

অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন মশার স্ত্রী তৌহিদা খাতুন ও তার দেবরের স্ত্রী ফরিদা খাতুন ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজার অধীনে ১০৪ নং দাগে ১২ শতক জমি জনৈক ইউসুফের কাছ থেকে ক্রয় করেন। ১৯৭৮ সালে ইউসুফ ওই জমি কেনার জন্য মালিক দলিল উদ্দিনের সাথে বায়না করেন। দলিল উদ্দিন জমি রেজিষ্ট্রি করে না দেওয়ায় ১৯৮১ সালে ইউসুফ আদালতের মাধ্যমে উক্ত জমির সত্ত্ববান হন। এর আগে দলিলউদ্দিন একই

দাগের ৬ শতক জমি ১৯৭৪ সালে জামিলা আহম্মেদ কাছে বিক্রি করে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জুর পিতা দলিলউদ্দিন গং পরবর্তীতে জমির মালিকানা নিয়ে মামলা করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর আদালতে মামলা চলতে থাকে। সর্বশেষ ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিবাদীর পক্ষে চুড়ান্ত রায় প্রদান করে। রায় হওয়ার পর ঝিনাইদহ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বিবাদী তৌহিদা খাতুন ও ফরিদা খাতুনের পক্ষে উচ্ছেদের রায় দেন। ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই আদালতের নির্দেশ পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ এসে দখলকৃত স্থাপনা উচ্ছেদ করে জমির প্রকৃত মালিককে দখল সত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। এদিকে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আদালতের রায় উপেক্ষা করে ওই জমিতে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেন ওই বিএনপি নেত্রী।

তৌহিদা খাতুন সোমবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত এক অভিযোগে জানান, বিএনপি করার কারণে সাবেক কমিশনার আঞ্জু শক্তি প্রয়োগ করে জমি দখল করে ঘর নির্মান অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা করছেন না। আমি এবং আমার পরিবার আনজুর পেশি শক্তির কাছে অসহায়।

জমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আনজু বলেন, এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। আদালতকে প্রভাবিত করে বিবাদীগন তঞ্চকতার মাধ্যমে তাদের পক্ষে রায় নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা ন্যায় বিচার পায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মোঃ শাহিন উদ্দীন জানান, জমি দখলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ বিবাদীর পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় রয়েছে এবং আদালতের নির্দেশে মামলার বাদীকে উচ্ছেদ করে বিবাদীকে জায়গা বুঝে দিয়েছে। ফলে পুলিশ উভয়পক্ষকে আদালতের রায় মেনে চলতে বলে এসেছেন। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মানকাজ বন্ধ করে দিয়ে এলেও পরক্ষনে তা আবার শুরু করেছেন বলে তৌহিদা খাতুনের ছেলে এ্যাড মাজহার সবুজ অভিযোগ করেন।

ঝিনাইদহে ৩ কৃষকের ২ বিঘা জমির পান বরজ কেটে দিয়েছে দুর্বত্তরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামে ৩ কৃষকের ২ বিঘা জমির পান বরজ কেটে দিয়েছে দুর্বত্তরা। গতকাল শনিবার (১২ আক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার বারইখালী গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ওই গ্রামের আরাফাত শাহ জানান, তিনি ও তার দুই ভাই আলহাজ শাহ ও আয়াতুল্লাহ শাহ গ্রামের মাঠে পানের আবাদ করেছিলেন। কিছু কিছু জমি থেকে পান সংগ্রহ করেছেন। কোন জমিতে সারও দিয়েছেন। এখন জমি থেকে পান সংগ্রহ করবেন তারা। কিন্তু গেলো রাতে কে বা কারা ৩ ভাইয়ের ২ বিঘা জমির পানবরজ কেটে দিয়েছে। সকালে পান বরজে এসে দেখেন সকল গাছ কেনে দিয়েছে ও ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে সর্বশান্ত হয়ে গেছেন তারা। তাদের প্রায় ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ আয়াতুল্লাহ শাহ বলেন, ‘আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য পান বরজের ওপর নির্ভর করি। এমন ঘটনার ফলে আমাদের পরিবার বড় ধরনের বিপদে পড়েছে। আমারা তো কারে সাথে শত্রুতা করিনা। তাহলে আমাদের এত বড় ক্ষতি কেন করলো। আল্লাহ’র কাছে বিচার দিলাম।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, পানবরজ কেটে দেওয়ার ঘটনাটি শুনেছি। ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।